খ্রীষ্টের অনুসরণ

পাঠ ৭

জীবন বায়ু

ঐশবাণী ঘোষণা

তারপর প্রভু পরমেশ্বর মাটি থেকে ধুলো নিয়ে মানুষকে গড়ে তুললেন এবং তার নাকে ফুঁ-দিয়ে তিনি তার মধ্যে ***প্রাণের নিঃশ্বাস জাগিয়ে তুললেন। মানুষ তখন হয়ে উঠল সজীব এক প্রাণী।***

(আদিপুস্তক ২:৮৭)

যীশু বললেন ঃ "আমি আপনাদের সত্যি-সত্যিই বলছি ঃ আমি যেন মেষের ঘেরির সেই দরজাটা। যারা আমার আগে এসেছে, তারা সকলেই চোর কিংবা দস্যু। কিন্তু মেষগুলি তাদের কথা শোনেনি। ... চোর আসে শুধু চুরি, হত্যা আর ধ্বংস করতে। ***আমি এসেছি যাতে মানুষ জীবন পায়, পুরোপুরি ভাবেই তা পায় !..."***

(যোহন ১০:৭-৮, ১০)

খ্রীষ্টীয় শিক্ষা

১। মানব জীবন পবিত্র

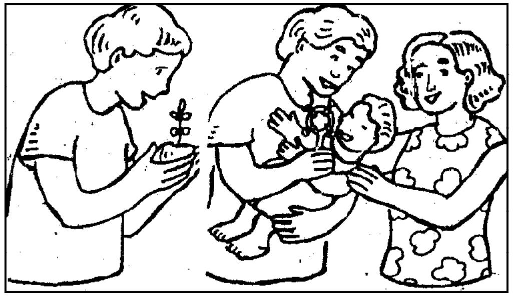

(ক) পরিশেষে একমাত্র ঈশ্বরই জীবনের প্রভু ও মালিক। যেহেতু জীবন তাঁরই কাছ থেকে আসে আর তাঁরই দ্বারা পরিপুষ্ট লাভ করে, তাই এ জীবন তাঁরই। তাই আমরা জীবনের বাহক মাত্র, আমাদের উচিত আমাদের নিজেদের জীবন তথা অন্যের জীবন সম্মান করা ও যত্ন নেওয়া। বিষয়টা শুধুমাত্র "জীবন হত্যা নিয়েই নয়" কিন্তু জীবনের "গুণগত বৈশিষ্ট্য" রক্ষা করা, এর উন্নয়ন ও বিস্তার ঘটানো নিয়েও। কিন্তু "জীবনের যিনি প্রভু, সেই ঈশ্বর মানুষের উপর জীবনকে রক্ষা করার সুমহান দায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন; সুতরাং মানুষকে তার নিজ মর্যাদার উপযুক্ত পদ্ধতিতেই সেই দায়িত্ব পালন করতে হবে। গর্ভসঞ্চারের মুহূর্ত থেকেই জীবনকে অতি সযত্নে রক্ষা করতে হবে" (*বর্তমান জগতে খ্রীষ্টমণ্ডলী, ৫১*)।

কাজ ঃ যদি বাক্যটির সাথে একমত তাহলে বাম পাশে 'হ্যাঁ' লেখ।

আর যদি একমত নও, তাহলে বামপাশে "না" লেখ।

---- (১) একজন শ্রমিকের উচিত জীবিকা অর্জনে দিন ১২ ঘন্টা কাজ করা।
---- (২) আত্মরক্ষার অধিকার প্রত্যেক ব্যক্তির আছে।
---- (৩) কিশোর-কিশোরীদের মাতাল অবস্থায় সাইকেল চালানো ঝুঁকিপূর্ণ।
---- (৪) দু'জন তরুণ-তরুণী প্রথম প্রেমে পড়লে, তারা সিদ্ধান্ত নিতে পারে পালিয়ে বিয়ে করার।
---- (৫) সৌন্দর্য ধরে রাখার লক্ষ্যে তরুণী-কিশোরীদের উচিত দিনে দু'বেলা আহারের ডায়েট মেনে চলা।
---- (৬) সুস্বাস্থ্যের জন্য নিয়মিত ব্যায়াম আরও ভাল।

(খ) জীবনকে সেবার উদ্দেশে তাঁর পরিত্রাণের মিশনদায়িত্বের জন্য যীশু জীবনকে প্রদান করেছেন বাড়তি গুরুত্ব আর মর্যাদা। যীশু এসেছিলেন **"জীবনস্বরূপ স্বয়ং বাণী"** (১ যোহন ১:১), **"জীবনের আলো"** (যোহন ৮:১২), আর **"পরম জীবনময় অন্ন"** (যোহন ৬:৩৫, আর ৫১ দ্রষ্টব্য) হিসেবে, যেন আমরা জীবন পাই, পুরোপুরিভাবেই তা পাই। তিনি নামিয়ে আনেন তাঁর পবিত্র আত্মাকে, যিনি **"জীবনই দান করেন"** (২ করিন্থীয় ৩:৬)।

নতুন নিয়ম থেকে সেসব ঘটনা বা গল্প স্মরণ করতে চেষ্টা কর, যখন যীশু জীবন রক্ষা করেছেন আর জীবন-বিরুদ্ধে যে-কোন কাজের বিরোধিতা করেছেন।

২। জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা

"তুমি নরহত্যা করবে না" (যাত্রাপুস্তক ২০:১৩; দ্বিতীয় বিবরণ ৫:১৭) – এ আজ্ঞা মানব জীবন আর শারীরিক অখণ্ডতার উপর সরাসরি আক্রমণ নিষেধ করে। তাঁর শিক্ষায় যীশু মানব জীবনের জন্য নির্দেশিত সম্মানকে পূর্ণতা দান করেছেন আর গভীর করে তুলেছেন। জীবনের প্রতি এই শ্রদ্ধাবোধ ভালবাসার সুমহান আজ্ঞার সাথে সরাসরি সংযুক্ত।

"তোমরা শুনেছ যে, [প্রাচীন কালের মানুষদের] এই কথা বলা হয়েছিল ঃ 'তোমার প্রতিবেশীকে ভালবাসবে' আর 'তোমার শত্রুকে ঘৃণা করবে !' কিন্তু আমি তোমাদের বলছি ঃ তোমরা তোমাদের শত্রুকে ভালইবাস; যারা তোমাদের নির্যাতন করে, তাদের মঙ্গল প্রার্থনা কর। এইভাবেই তোমরা তোমাদের স্বর্গনিবাসী পিতার প্রকৃত সন্তান হয়ে উঠবে। কারণ

সৎ-অসৎ সকলেরই জন্যে তিনি ফুটিয়ে তোলেন তাঁর সূর্যের আলো, আর ধার্মিক অধার্মিক সকলেরই ওপর তিনি নামিয়ে আনেন তাঁর বৃষ্টিধারা" (মথি ৫:৪৩-৪৫)।

সকল প্রকার ঘৃণা মন থেকে নির্মূল করার আর এমনকি নিজ শত্রুকেও ভালবাসার তাঁর আদেশের মধ্য দিয়ে যীশু মূলত: জীবন বা মৃত্যুর মৌলিক বিষয়টির উল্লেখ করেছেন।

"যে-কেউ নিজের ভাইকে ঘৃণা করে, সে একটা খুনী; আর তোমরা জান যে, শাশ্বত জীবন কোন খুনীর অন্তরে থাকতেই পারে না" (১ যোহন ৩:১৫)।

যীশু এমনকি নিষেধ করেছেন রাগ না করার জন্য। তিনি প্রকাশ করেছেন যে, ক্রোধ আর ঘৃণা সত্যিকার হুমকি আর হত্যার কারণস্বরূপ।

"তোমরা শুনেছ যে, প্রাচীন কালের মানুষদের এই কথা বলা হয়েছিল ঃ 'হত্যা করবে না ঃ যে-কেউ হত্যা করবে, তাকে তার জন্য বিচারসভায় জবাবদিহি করতে হবে। কিন্তু আমি তোমাদের বলছি ঃ যে-কেউ নিজের ভাইয়ের ওপর রাগ করবে, তাকে তার জন্যে বিচারসভায় জবাবদিহি করতেই হবে" (মথি ৫:২১-২২)।

৩। জীবনের বিরুদ্ধে অপরাধসমূহ

(ক) **এ্যালকোহল, ড্রাগের অপব্যবহার আর ধূমপানের সাধারণ "মন্দস্বভাবগুলি"** শারীরিক কল্যাণের অন্তরায়। চিকিৎসা গবেষণা মারাত্মক ক্ষতিকে প্রমাণ করেছে শারীরিক আঘাত ও আসক্তি, এবং মানসিক ও সামাজিক নানা কষ্ট-অসুবিধা ও নির্ভরশীলতার প্রেক্ষাপটে, যা এ সকল মন্দস্বভাব বয়ে আনে। ব্যবহারকারী আর ব্যবহারকারীর পরিবার-পরিজন ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধব উভয় পক্ষের জীবন-মান আর কখনো কখনো খোদ জীবনই চরম ভোগান্তি সহ্য করে। অধিকন্তু, যারা অধিক শাস্তিযোগ্য তারা হল ড্রাগ ব্যবসায়ী আর সরবরাহকারী, তারা শুধুমাত্র টাকার জন্য আগ-পাছ না ভেবে অন্যদের, বিশেষ করে অজ্ঞ যুবসমাজকে আসক্তির উপর নির্ভরশীলতায় আকৃষ্ট করে, যা কি-না তাদের জীবনে পরিণামে ধ্বংস বয়ে আনে।

(খ) **গর্ভপাত,** বা গর্ভস্থ মানব শিশুর ইচ্ছাকৃত নির্গতকরণ, পঞ্চম আজ্ঞা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করে, কারণ এ ধরনের কাজ নির্দোষ মানব শিশু হত্যার সামিল (*কাথলিক*

মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা ২২৭৫-৭০)। মায়ের গর্ভে অপর একটি মানব শিশুর জীবন , স্পন্দিত হয়। কোন মায়ের অধিকার নেই জীবন্ত ব্যক্তির প্রাণ কেড়ে নেওয়ার, যে কিনা তার নিজেরই। এ ধরনের কাজ সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে আর বাকশক্তিহীন, প্রতিরক্ষাহীন, সহায়হীন নির্দোষ মানুষটির বিরুদ্ধে একটি গুরুতর পাপ। স্বর্গলোক এ সকল অজাত মানবের জন্য ক্রন্দন করে।

(গ) যন্ত্রণাহীন মৃত্যু বা করুণাকৃত হত্যা বলতে বুঝায়, প্রতিবন্ধী আর অসুস্থ বা মরণাপন্নদের যন্ত্রণা থেকে রেহাই দেয়ার উদ্দেশে ইচ্ছাকৃত হত্যা (*কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা* ২২৭৬-৭৯)। ঈশ্বর ব্যতীত কারোই জীবন ও মৃত্যুর উপর একছত্র অধিকার নেই। আমরা এ সকল অসুস্থ ব্যক্তিদের জন্য যত দরদই অনুভব করি না কেন, এ ধরনের হত্যার মাধ্যমে তাদের জীবন-আয়ু আমরা কমিয়ে আনতে পারি না। তাদের তীব্র যন্ত্রণাভোগের কারণ একমাত্র ঈশ্বরেরই জানা।

(ঘ) একজনের তার নিজের জীবন হরণ করার মত ভয়ঙ্কর কাজ আর আত্মহত্যা প্রকাশ করে বেঁচে থাকার ইচ্ছা একেবারেই হারিয়ে ফেলা, আর এমন ইচ্ছা জন্ম নেয় চরম মানসিক বিষণ্ণতা আর হতাশা থেকে (*কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা* ২২৮০-৮৩)। যখন একজন আত্মহত্যা করে তার মানে এই যে, সে বিশ্বাস, আশা আর ভালবাসা হারিয়ে ফেলেছে। তাই সে একজন বিজিত আর সে বরণ করে নিয়েছে পরাজয়কে।

৪। জীবন সংরক্ষণ আর এর নিরাপত্তাবিধান

(ক) *জীবনের সংরক্ষণ মানে,* ঈশ্বরকে ভালবাসা যিনি একমাত্র জীবনের উৎস। জীবনের সংরক্ষণ মানে আমাদের স্বাস্থ্যের যথাযথ যত্ন নেওয়া। *জীবনের সংরক্ষণ মানে,* আমাদের দানসমূহকে ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করা আর আমাদের মেধার বিকাশ ঘটানো। *জীবনের সংরক্ষণ মানে,* আমাদের নিজেদেরকে ঝুঁকির মধ্যে না ফেলা, যেমন অধিক রাত করে বাড়ি ফেরা, অন্ধকার রাস্তায় একাকী চলা, বিভিন্ন ইউনিয়নের ছত্রছায়ায় সহিংস কাজে অংশগ্রহণ যা ডেকে আনে দলীয় সংঘাত, কঠোরভাবে ডায়েট মানা আর খুব বেশী শারীরিক সৌন্দর্য সচেতন হয়ে ওঠা। *জীবনের সংরক্ষণ মানে,* সততা আর ধর্মিষ্ঠতার সদ্‌গুণসমূহ অর্জন করা।জীবনের সংরক্ষণ মানে ঠিকমত কাজ করা, বিশ্রাম করা, জীবনের সুন্দর সবকিছুতে আনন্দ পাওয়া, জীবনের দানের জন্য কৃতজ্ঞ থাকা।

(খ) জীবনের নিরাপত্তাবিধান মানে জীবনের বিস্তার ঘটানোর লক্ষ্যে সক্রিয় কর্মকাণ্ড সমর্থন করা। জীবনের নিরাপত্তাবিধান মানে জীবনের প্রতি সমর্থনমূলক নানান উপলক্ষ্যে ছোট-বড় অবদান রাখা। জীবনের নিরাপত্তাবিধান মানে এমনসব ভাবগতি

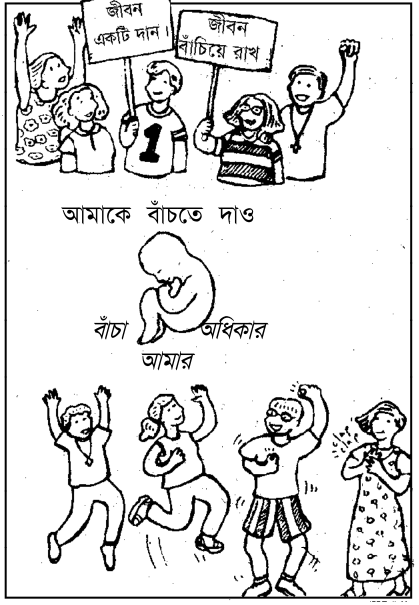

আর কর্মকাণ্ড অস্বীকার করা যেগুলি জীবনের মূল্যবোধের মর্যাদাহানি ঘটায়, যেমন পেশাদার গর্ভপাতে সহায়তাকারীগণের কর্মকাণ্ড। জীবনের নিরাপত্তাবিধান মানে সেসব শক্তির বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করা, যেগুলি অন্যদের ঠেলে দেয় ব্যক্তির মূল্যবোধকে অসম্মান করার দিকে। জীবনের নিরাপত্তাবিধান মানে ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড হিসেবে পতিতাবৃত্তির বিপক্ষে বলিষ্ঠ কণ্ঠে কথা বলা। জীবনের নিরাপত্তাবিধান মানে তেমনসব বিজ্ঞাপনের প্রতিবাদ করা যেগুলি যৌন পণ্য হিসেবে নারীর মূল্যবোধসমূহকে ভুলুণ্ঠিত করে। জীবনের নিরাপত্তাবিধানের আরও মানে হল যারা মানসিক দিক থেকে বিষণ্ন আর যারা দুঃখজনক অভিজ্ঞতা ও বিয়োগান্তক ঘটনার কারণে শোকাহত তাদের প্রতি সংবেনদশীল হওয়া।

(গ) মৃত্যুদণ্ড সংক্রান্ত বিষয়

- অপরাধীদের শাস্তি প্রদানের কারণ বা উদ্দেশ্য
- যোগ্য প্রতিফল, অথবা যিনি আক্রমণের শিকার তার অধিকার আদায়।
- সংস্কার, অথবা অপরাধীর পুনর্বাসন।
- বাধাদান অথবা একই অপরাধ করা থেকে অন্যদের নিরুৎসাহিতকরণ।

(ঘ) ন্যায় যুদ্ধ সংক্রান্ত বিষয়

যুদ্ধ নৈতিক বলে বিচার্য যখন নিম্নোক্ত শর্তগুলি পূরণ হয়ঃ
- ন্যায় উদ্দেশ্য।
- জীবনের মতই গুরুত্বপূর্ণ মানবাধিকার ও মূল্যবোধসমূহ রক্ষাকল্পে।
- যুদ্ধ ব্যয় মানবের ঈপ্সিত মঙ্গলের সমানুপাতিক।
- সফলতার যুক্তিসম্মত সম্ভাবনা।
- যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঘোষিত।

◗ একমাত্র শেষ আশ্রয় হিসেবে।

মূলত, দেশের সংবিধান নাগরিকদের অধিকার রক্ষা করে যেন জীবনের মর্যাদার বিস্তার ঘটে।

ক্ষুদ্র অনুষ্ঠান

গান ঃ সে কোন পরম ঊষার লগ্নে (গীতাবলী ২৫১)
অনুনয় প্রার্থনা

উত্তর ঃ হে প্রভু, আমাদের কালের শেষ পর্যন্ত আমাদের জীবনকে তুমি আশিসধন্য কর।

জীবনের উৎস হে পিত:,
আমরা প্রার্থনা করি আমাদের ভাই ও বোনদের জন্য,
যারা আক্রমণের শিকার, যাদের জীবনের প্রতি অন্যায় আচরণ করা হয়েছে, যাদের মর্যাদা করা হয়েছে পদদলিত – এরা হল নিষ্পাপ, শিশু-কিশোর, বয়স্ক আর বৃদ্ধ।

যেন তোমার ভালবাসা আর অনুগ্রহ তাদের সপ্রাণ রাখে।

উত্তর ঃ হে প্রভু, আমাদের কালের শেষ পর্যন্ত আমাদের জীবনকে তুমি আশিসধন্য কর।

জীবনের আলো হে প্রিয় যীশু,
আমরা প্রার্থনা করি আমাদের নেতা-নেত্রী, আমাদের সরকার, আমাদের আইন-প্রণেতাদের জন্য,
যাদের হাতে তুমি লোকদের তথা জাতিগণকে পরিচালনা করার দায়িত্ব দিয়েছ...

যেন তোমার প্রজ্ঞা অভাবী আর দরিদ্রদের জন্য সুন্দর জীবনের ব্যবস্থা করার লক্ষ্যে তাদের দান করে সঠিক সিদ্ধান্ত।

উত্তর ঃ হে প্রভু, আমাদের কালের শেষ পর্যন্ত আমাদের জীবনকে তুমি আশিসধন্য কর।

এসো, জীবন-দাতা হে পবিত্র আত্মা,
আমরা প্রার্থনা করি সেই সব লোকদের জন্য,
যারা প্রলুব্ধ হয় প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য, হতাশ হওয়ার জন্য, মানব জীবনের পবিত্রতা নষ্ট করার জন্য....
তুমি তাদের হৃদয়-মনে ঢেলে দাও
বেঁচে থাকার ইচ্ছাশক্তি আর সহনশীলতা আশা।

উত্তর ঃ হে প্রভু, আমাদের কালের শেষ পর্যন্ত আমাদের জীবনকে তুমি আশিসধন্য কর।

গান ঃ জীবন দিয়েছ জীবন নাথ (গীতাবলী ৩৪৫)

সম্পূরক কাজ

পাঠ কর ঃ গালাতীয় ২:২০

নীচে কতগুলি বাক্য আছে যা নেওয়া হয়েছে বাইবেল থেকে। বাম দিকের অসমাপ্ত বাক্যের সাথে ডান দিকের যে কথাগুলি মিলে যায় তা বামদিকের অসমাপ্ত বাক্যে বসাও। এ কাজটি করার জন্য তোমাদের প্রয়োজন পদটির অর্থ গভীরভাবে চিন্তা করে দেখা।

(১) আমার জীবন এখন....	আধ্যাত্মিক মূল্য নেই।
(২) খ্রীষ্টেতে আমার জীবন....	বিশ্বাসে আশ্রিত জীবন
(৩) আমার মানব দেহের....	নতুন জীবন।
(৪) আমার বিশ্বাস...	জীবন-দাতা।
(৫) আমার ঈশ্বর....	খ্রীষ্টেতে।

জীবন দানের নিমিত্তে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানানোর জন্য সময় নিয়ে প্রার্থনা কর।

একটি একক বা দলীয় পোস্টার তৈরী কর যা ঃ

হয়–
(ক) জীবনকে রক্ষা আর এর বিস্তার ঘটাবে,
নয়তো–
(খ) জীবনের বিরুদ্ধে যত সহিংসতাকে আনুষ্ঠানিকভাবে বর্জন করবে।

খ্রীষ্টের অনুসরণ
পাঠ ৮

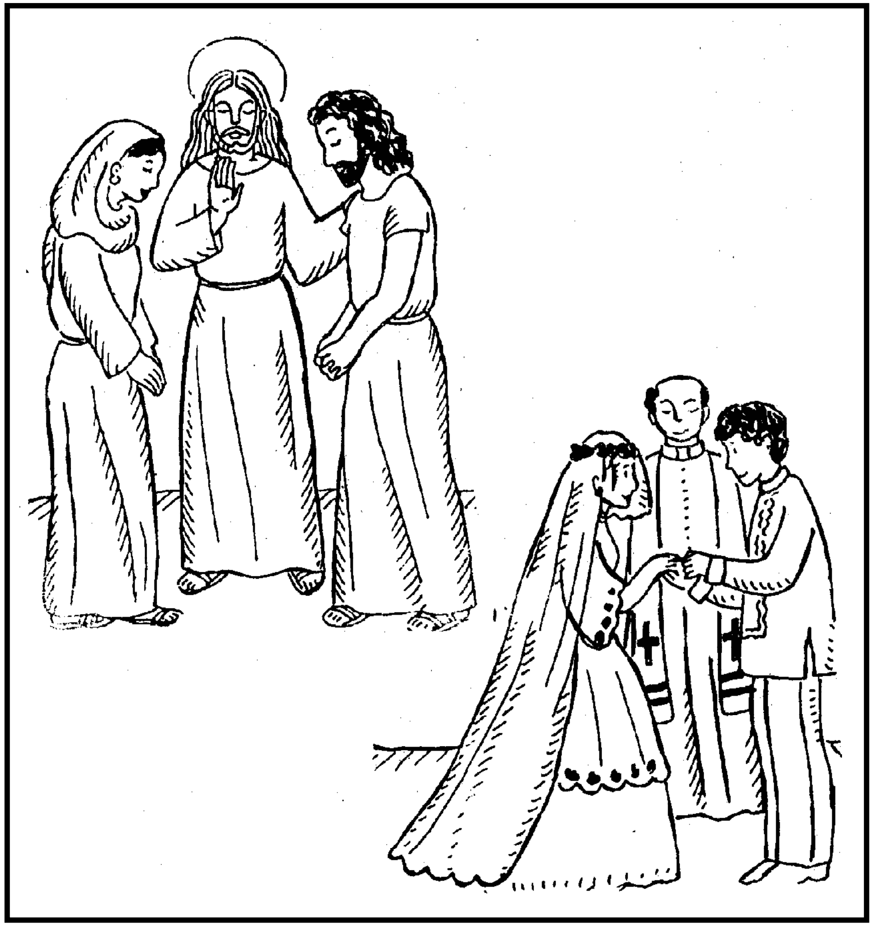

ঈশ্বর তাদের নারী ও পুরুষ করেই সৃষ্টি করলেন

ঐশবাণী ঘোষণা

*যীশু বললেন ঃ "আপনারা কি শাস্ত্রে এই কথা কখনো পড়েননি যে, 'আদিতে **সৃষ্টিকর্তা মানুষকে পুরুষ ও নারী ক'রেই সৃষ্টি করেছিলেন' ?** আর তিনি বলেওছিলেন যে, 'সেইজন্যে মানুষ তার পিতামাতাকে ছেড়ে নিজের স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হবে এবং তারা দু'জনে একদেহ হয়ে উঠবে !' কাজেই তারা আর দু'জন নয়, তারা একদেহ। তাই বলছি, **স্বয়ং ঈশ্বর যা যুক্ত করেছেন, মানুষ যেন তা কখনো বিচ্ছিন্ন না করে !"***

*ফরিসিরা তাঁকে তখন জিজ্ঞেস করলেন ঃ "তাহলে মোশী কেনই বা এই নির্দেশ দিয়ে গেছেন যে, ত্যাগপত্র দিয়েই স্ত্রীকে ত্যাগ করতে হবে ?" যীশু উত্তর দিলেন ঃ "আপনাদের হৃদয় পাষাণ ছিল বলেই মোশী সেদিন স্ত্রীকে ত্যাগ করার অনুমতি আপনাদের দিয়ে গেছেন। আদিতে কিন্তু এমনটি ছিল না। আর আমি আপনাদের বলেই রাখছি ঃ যে-**কেউ অবৈধ সম্পর্কের কারণ ছাড়া অন্য-কোন কারণে নিজের স্ত্রীকে ত্যাগ করে এবং পরে অন্য-কাউকে বিয়ে করে, সে কিন্তু ব্যভিচার করে !"***

*তোমরা শুনেছ যে, **[প্রাচীন কালের মানুষদের] এই কথা বলা হয়েছিল ঃ 'ব্যভিচার করবে না !' কিন্তু আমি তোমাদের বলছি ঃ যে-কেউ কোন স্ত্রীলোকের দিকে লালসার চোখে তাকায়, সে মনে মনে তার সঙ্গে ব্যভিচার করেই ফেলেছে।***

(মথি ১৯:৪-৯, ৫:২৭-২৮)

খ্রীষ্টীয় শিক্ষা

১। নর ও নারী হিসেবে যৌন শক্তি ঃ একটি দান

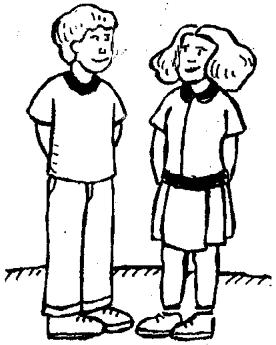

(ক) মানব জীবন মূলত যৌনতা দ্বারা চিহ্নিত। মানব যৌনতা আমাদের প্রতি ঈশ্বরের একটি দান। আমরা সৃষ্ট হয়েছি ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে, সুনির্দিষ্ট করে বলতে "নর বা নারী" হিসেবে। আমরা ঈশ্বরের প্রেমপূর্ণ জীবন আর সৃজনশীলতায় অংশগ্রহণ করি নিঃসঙ্গ জীবন দিয়ে নয় কিন্তু বরং আমাাদের যৌন প্রকৃতির মাধ্যমে অন্যদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন ক'রে। সকল প্রকার দুর্ব্যবহার-অপব্যবহার আর ভুল বুঝাবুঝি সত্ত্বেও, আমাদের মানব যৌনতা ভাল কিছু ! আমাদের শিখতে হবে ভালবাসা আর সন্তানাদি জন্মদানের জন্য ঈশ্বর-প্রদত্ত ক্ষমতাকে ক্রমান্বয়ে

আমাদের পূর্ণাঙ্গ সত্তার মধ্যে আরও পূর্ণভাবে সম্পূর্ণতা দান করতে।

অন্যদের তাদের যৌনতা আর যথাযথ শারীরিক প্রকাশের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে তাদের সঙ্গে আন্ত-সম্পর্কে বসবাস আর সংযুক্ততা হল খ্রীষ্টের প্রতিটি শিষ্যের লক্ষণ।

(খ) বয়ঃসন্ধিকালে, আমাদের জীবনে যৌনতা প্রকাশের অঙ্গ বা ক্ষেত্রের বিকাশ ঘটে। আমরা সচেতন হই আমাদের যৌন পরিচয়ের ব্যাপারে, অর্থাৎ আমাদের যৌন ক্ষমতা, যা মানুষ হিসেবে আমাাদের গঠন করার সময় আমাদের জন্য ঈশ্বর পরিকল্পনা করেছিলেন। অন্যদিকে, আমরা এর উপর নিয়ন্ত্রণ হারালে, আমরা টের পাই যৌনতাকে অমানুষে পরিণত করার পরিণতিসমূহ । আমরা সংগ্রাম করি বেড়ে উঠতে, তবে শুধুমাত্র যৌনতার দানকে ঘিরে আমাদের বুঝাপড়ায় নয়, কিন্তু পাশাপাশি শুচিতা ও পবিত্রতার প্রতি আমাদের ভালবাসায়। এই শুচিতা ও পবিত্রতা এমন সদ্‌গুণ যা অবশ্যই পরিচালিত করবে নৈতিক ও যৌন বিশুদ্ধতার দিকে।

২। শুচিতার সদ্‌গুণ

(ক) **শুচিতার অর্থ হল ব্যক্তির মধ্যে যৌনতার সফল সমন্বয়।** এটা আমাদের মধ্যে রচনা করে একটি আন্তর ঐক্য আর দেহ ও আত্মার মিলন ,যা ব্যক্তি হিসেবে আমাদের একত্বকে প্রতিষ্ঠিত করে প্রেমেতে আমাদের আত্মদানে (*দ্র: কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা* ২৩৩৭)।

সাধু পল থেসালোনিকীয়দের কাছে লিখেছেন ঃ *“ঈশ্বর চান, তোমরা পবিত্র হয়ে ওঠ; ব্যভিচারের পথ এড়িয়ে থাক। তোমরা প্রত্যেকে নিজের দেহের পবিত্রতা ও সম্মান বজায় রেখে দেহটাকে সংযত রাখতে শেখো। যারা পরমেশ্বরকে জানে না, সেই বিধর্মীদের মতো তোমরা কামের লালসায় কখনো গা ভাসিয়ে দিয়ো না” (১ থেসালোনিকীয় ৪:৩-৫)।*

(খ) পোপ দ্বিতীয় জন পল লিখেছেন, “খ্রীষ্টীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশুদ্ধতা/শুচিতা কোন মতেই মানব যৌনতাকে প্রত্যাখান বা এর প্রতি শ্রদ্ধার অভাব বুঝায় না। বরঞ্চ বুঝায় বিশুদ্ধতা/শুচিতা এমন **একটি আধ্যাত্মিক শক্তি যা স্বার্থপরতা ও আক্রমণাত্মক আচরণ থেকে ভালবাসাকে রক্ষা করতে সক্ষম** ও উহাকে এর পূর্ণ সিদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে সমর্থ আধ্যাত্মিক শক্তিকেই বুঝিয়ে থাকে” (*প্রৈরিতিক প্রেরণাপত্র ঃ পারিবারিক মিলন-বন্ধন, ৩৩*)

(গ) শুচিতার সাথে সম্পর্ক আমাদের বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপের, তবে বিশেষ করে “আমাদের অন্তর বাসনার” প্রকাশের সাথে। মূলে, হৃদয়ের পবিত্রতা প্রকৃত মানব স্বাধীনতা ও ভালবাসার একটি ইতিবাচক শক্তি, এটা সত্যিকার মূল্যবোধের দমনমূলক অস্বীকৃতি আর আমাদের যৌনতার অনুশীলন নয়। এটা সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে ষষ্ঠ সুখপন্থায়, *“অন্তরে যারা পবিত্র, ধন্য তারা – তারাই পরমেশ্বরকে দেখতে পাবে” (মথি ৫:৮)।* “হৃদয়ের শুচিতা”র অধিকারী তারাই যারা তাদের হৃদয়, দেহ ও মন ঈশ্বরের দিকে চালিত করে। বদান্যতায় বা নির্মল হৃদয়ে (২ তিমথি ২:২২), শুচিতায় বা দেহের শুদ্ধিতায় (কলসীয় ৩:৫), আর ধর্মনিষ্ঠায় বা বিশ্বাসের পবিত্রতায় (২ তিমথি ২:২৬)। সাধু পল এ বিষয়টি সংক্ষেপে তুলে ধরেছেন এ বলে ঃ *“আসল উদ্দেশ্য হল সবার মধ্যে সেই ভালবাসা জাগিয়ে তোলা, যে-ভালবাসা জন্ম নেয় নির্মল হৃদয়ে, সৎ বিবেক আর অকপট খ্রীষ্টবিশ্বাস থাকারই ফলে” (১ তিমথি ১:৫)।*

(ঘ) শুচিতা

– আমাদের যৌনতার ব্যবহারে শৃঙ্খলা আনে।
– আমাদের যৌন শক্তিকে প্রবাহিত করে ভালবাসার বস্তুনিষ্ঠ সেবার দিকে।
– যথাযথ সীমাবদ্ধতার অন্বেষণ করে যার মধ্যে আমাদের প্রবৃত্তিসমূহকে যুক্তিসম্মতভাবে প্রকৃত আনন্দ ও শান্তির দিকে চালিত করা যাবে।
– দাবি করে যেন আমরা বিবাহিতদের প্রতি এবং অবিবাহিতদের প্রতি প্রয়োজনীয় আত্ম-নিয়ন্ত্রণ গড়ে তুলি।

৩। শুচিতার বিরুদ্ধে অপরাধসমূহ

(ক) কাম হলো যৌন আনন্দ লাভ করার অসংযত বাসনা বা মাত্রাতিরিক্ত যৌন তৃপ্তি ভোগ করা। যৌন আনন্দ যদি শুধু নিজের জন্যই হয়, যদি তাতে জন্মদান ও মিলনের অভিপ্রায় না থাকে, তাহলে তা নৈতিকভাবে বিধানের ব্যবস্থা বিরুদ্ধ (*কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা* ২৩৫১)।

(খ) হস্তমৈথুন দ্বারা বুঝানো হয় যৌন আনন্দ লাভ করার উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে যৌনাঙ্গে উত্তেজনা সৃষ্টি করাকে (*কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা* ২৩৫২)।

মানব গঠনের একটি স্তর আছে যখন কৈশোর-উত্তীর্ণ একজন কৌতূহলবশত: হস্তমৈথুনে লিপ্ত হয়।

(গ) বিবাহ-বহির্ভূত যৌনমিলন হচ্ছে একজন অবিবাহিত পুরুষ ও একজন অবিবাহিতা নারীর মধ্যে সহবাস (*কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা ২৩৫৩*)।

(ঘ) রচনা বা চিত্রের অশ্লীলতা দম্পতিদের সত্যিকার ও সংগত যৌনকর্ম তাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে ইচ্ছাকৃতভাবে তৃতীয় পক্ষকে প্রদর্শন করা (*কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা ২৩৫৪*)।

(ঙ) পতিতাবৃত্তি লিপ্ত-ব্যক্তিদের মর্যাদাকে আহত করে; এই কাজ একজন ব্যক্তিকে যৌনতৃপ্তির একটি উপায়ে পরিণত করে।... সাধারণতঃ মহিলারাই এই কাজে জড়িত হয়, তবে পুরুষ, শিশু ও কিশোরেরাও জড়িত হয় (*কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা ২৩৫৫*)।

(চ) ধর্ষণ হল বলপূর্বক অন্য ব্যক্তির যৌন অন্তরঙ্গতার লঙ্ঘন। এর দ্বারা ন্যায্যতা ও প্রেমের বিরুদ্ধে অপরাধ করা হয়। প্রত্যেক ব্যক্তিরই সম্মান, স্বাধীনতা এবং দৈহিক ও নৈতিক এককত্বের অধিকার আছে; ধর্ষণ সেই অধিকারই খর্ব করে। ইহা গুরুতর ক্ষতি সাধন করে এবং যে ব্যক্তি এর শিকার হয় তাকে সারা জীবন এর মাশুল দিতে হয়। ধর্ষণ সর্বদাই প্রকৃতিগতভাবে মন্দ কাজ। এর চেয়েও আরও খারাপ হচ্ছে পিতামাতাদের দ্বারা নিজ সন্তানদের ধর্ষণ (অজাচার) অথবা যাদের উপর শিক্ষাদানের দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে তাদের দ্বারা ছেলেমেয়েদের ধর্ষণ (*কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা ২৩৫৬*)।

সমকামিতা হচ্ছে পুরুষদের অথবা নারীদের মধ্যকার এমন একটি সম্পর্ক, যে সম্পর্কের মধ্যে তারা একই লিঙ্গের ব্যক্তির প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে। সমকামিতা গুরুতর একটি অনৈতিক কাজ। যে সব পুরুষ ও নারী স্থিত-গভীরে সমকামী প্রবণতা অনুভব করে তাদের সংখ্যা কম নয়। এই প্রবণতা যদিও বস্তুনিষ্ঠভাবে নৈতিক ব্যবস্থা-বিরোধী, তথাপি তাদের জন্য এটি একটি সংগ্রাম। তাদেরকে সম্মান, সহৃদয়তা ও সহমর্মিতাসহ গ্রহণ করা উচিত। তাদের প্রতি সব ধরনের অন্যায় বৈষম্য পরিহার করে চলা উচিত। এই সব ব্যক্তিদের আহ্বান করা হয়েছে তাদের জীবনে ঈশ্বরের ইচ্ছা পূরণ করার জন্য, আর তারা যদি খ্রীষ্টবিশ্বাসী হয় তা হলে তাদের এই অবস্থার ফলে যে কষ্ট তারা পাবে তা খ্রীষ্টের ক্রুশের প্রায়শ্চিত্ত বলির

সঙ্গে যুক্ত করে দিতে।

সমকামী ব্যক্তিদের শুচিতার আহ্বান জানানো হয়েছে। আত্ম-নিয়ন্ত্রণের যে গুণগুলো তাদের দান করে আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা, মাঝে মাঝে পরার্থপর বন্ধুত্বের সমর্থন পেলে, প্রার্থনা ও ধর্মসংস্কারীয় অনুগ্রহের ফলে, সেই গুণগুলো ধীরে ধীরে, কিন্তু নিশ্চিতভাবে, খ্রীষ্টীয় পূর্ণতার দিকে এগিয়ে যাবে (*কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা ২৩৫৭-৫৯*)।

৪। বিবাহের মর্যাদার বিরুদ্ধে অপরাধসমূহ

(ক) ব্যভিচার প্রকাশ করে বৈবাহিক অবিশ্বস্ততা। খ্রীষ্ট এমনকি শুধুমাত্র মনে মনে ইচ্ছা করার ব্যভিচারকেও নিন্দা করেছেন। ষষ্ঠ আজ্ঞা এবং নব বিধান চূড়ান্তভাবেই ব্যভিচার নিষিদ্ধ করেছে। ব্যভিচার হল একটি অন্যায্যতা। ব্যভিচারের কাজ যে করে সে তার অঙ্গীকার রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়। বিবাহ বন্ধন হচ্ছে একটি সন্ধির চিহ্ন, ব্যভিচারের কাজ দ্বারা সে এই সন্ধির ক্ষতি সাধন করে আর বিবাহের যে চুক্তির উপর এই সন্ধি গড়ে উঠেছে তা ভেঙ্গে সে তার জীবনসঙ্গীর অধিকার খর্ব করে এবং বিবাহ ব্যবস্থার মর্যাদাকে খাটো করে ফেলে। সে এর দ্বারা মানব প্রজননে মঙ্গল ও সন্তানদের কল্যাণ জলাঞ্জলি দেয়; কারণ সন্তানদের জন্য প্রয়োজন পিতামাতার মধ্যে স্থায়ী বন্ধন (*কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা ২৩৮০-৮১*)।

(খ) বিবাহ বিচ্ছেদ প্রাকৃতিক বিধানের বিরুদ্ধে একটি গুরুতর অপরাধ। যে চুক্তি সম্পাদনে স্বামী-স্ত্রীর স্বেচ্ছায় মৃত্যু পর্যন্ত একত্রে বসবাস করতে সম্মতি দিয়েছিল এর দ্বারা তা ভেঙ্গে ফেলা হয় (*কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা ২৩৮৪*)।

এমনও হতে পারে যে, রাষ্ট্রীয় আইনের দ্বারা সম্পাদিত কোন বিবাহ বিচ্ছেদের শিকার কোন স্বামী বা স্ত্রী যার কোনই দোষ নেই; তাই এই পক্ষ নৈতিক বিধান ভঙ্গ করে না। যে পক্ষ আন্তরিকভাবে বিবাহ সংস্কারের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছে এবং অন্যায়ভাবে পরিত্যক্ত হয়েছে, আর যে পক্ষ নিজের গুরুতর দোষের কারণে মাণ্ডলিক আইনে বৈধ বিবাহকে ভেঙ্গে ফেলেছে এই দু'জনের মধ্যে

একটি বড় পার্থক্য আছে (*কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষা ২৩৮৬*)।

৫। যৌনতার খাঁটি মূল্যবোধ রক্ষা

যৌনতার সত্যিকার মূল্যবোধ সংরক্ষিত ও রক্ষিত হয় যখন ষষ্ঠ ও নবম আজ্ঞায় বিশ্বস্ত থেকে জীবন যাপন করা হয়।

বিবাহিতদের জন্য ষষ্ঠ আজ্ঞা বলে, "ব্যভিচার করবে না", এখানে বলা হয়েছে জীবনব্যাপী দাম্পত্য বন্ধনের প্রতি স্বাধীন ও দায়িত্বপূর্ণ বিশ্বস্ততার কথা, অর্থাৎ ঃ

– সকল পর্যায়ে একটি পূর্ণ প্রেমময় মিলন, তাদের ব্যক্তিগত জীবনের পূর্ণতার লক্ষ্যে;
- একটি সহিষ্ণু আর স্থায়ী বন্ধন "রক্ষা";

"তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর প্রতি লোভ করবে না"। এ আজ্ঞা প্রযোজ্য আভ্যন্তরীণ মূল এবং দেহের বিশৃঙ্খলার উৎসের ক্ষেত্রে, লোভ অথবা হৃদয়ের মন্দ বাসনা নিষিদ্ধকরণের মাধ্যমে। এ আজ্ঞা আরও প্রত্যাখান করে যৌনবৈষম্যবাদী ভোগবাদী সমাজে প্রচলিত এই লোভ-লালসার অনেক ফলাফলকে।

বস্তুনিষ্ঠভাবে নবম আজ্ঞা আদেশ করে হৃদয়ের পবিত্রতার অথবা শুচিতার সদ্‌গুণের যা স্বার্থপরতা ও আক্রমণাত্মক আচরণ থেকে ভালবাসাকে রক্ষা করতে সক্ষম ও উহাকে এর পূর্ণ সিদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে সমর্থ আধ্যাত্মিক শক্তিকেই বুঝিয়ে থাকে।

ক্ষুদ্র অনুষ্ঠান

আমাদের পরিবারগুলোর জন্য আশীর্বাদ প্রার্থনা

নাজারেথের পুণ্য পরিবারের সাথে আমরা বিশ্বাস করি প্রভুতে, যিনি আমাদের সকল প্রয়োজনের কথা জানেন আর আমরা তাঁকে অনুনয় করি সকল মানব পরিবারকে আশীর্বাদ করার জন্য। তাই এস আমরা বলি ঃ **প্রভু, তোমার লোকদের আশীর্বাদ কর তুমি।**

সকলের উত্তর হবে ঃ **প্রভু, তোমার লোকদের আশীর্বাদ কর তুমি।**

মণ্ডলী নামক পরিবারের জন্য,
যেন এটা হয়ে উঠতে পারে
যারা অভাবের মধ্যে রয়েছে তাদের সকলেরই জন্য
একজন মা আর একটি বাসগৃহ,
তার জন্য এস, আমরা প্রভুর নিকট প্রার্থনা করি....

সকলের উত্তর হবে ঃ **প্রভু, তোমার লোকদের আশীর্বাদ কর তুমি।**

জগতের সকল পরিবারগুলোর জন্য,
যেন এগুলি বৃদ্ধি পেতে থাকে
পরস্পরের প্রতি সম্মানে আর সেবায়,
তার জন্য এস, আমরা প্রভুর নিকট প্রার্থনা করি....

সকলের উত্তর হবে ঃ **প্রভু, তোমার লোকদের আশীর্বাদ কর তুমি।**

সকল শিশু-কিশোরদের জন্য,
যেন তাদের নিকট তাদের পিতামাতা
হতে পারেন পূর্ণ-পরিণত,
যারা তাদের বৃদ্ধি আর সুখ নিয়ে চিন্তিত।
তার জন্য এস, আমরা প্রভুর নিকট প্রার্থনা করি....

সকলের উত্তর হবে ঃ **প্রভু, তোমার লোকদের আশীর্বাদ কর তুমি।**

বিচ্ছিন্ন দম্পতি আর তাদের সন্তান-সন্ততিদের জন্য,
যেন তারা দেখা পায় আন্তরিক লোকদের,
যাদের অবধান আর ভালবাসা তাদেরকে সাহায্য করবে
তাদের পারিবারিক জীবনের ব্যর্থতা কাটিয়ে উঠতে।
তার জন্য এস, আমরা প্রভুর নিকট প্রার্থনা করি....

সকলের উত্তর হবে ঃ **প্রভু, তোমার লোকদের আশীর্বাদ কর তুমি।**

আমাদের সকল খ্রীষ্টীয় সমাজগুলির জন্য,
যেন একটি মাত্র পরিবারের সদস্য-সদস্যা হিসেবে
আমরা শিখি একে-অপরের বোঝা বহন
আর একে-অপরের আনন্দ সহভাগিতা করতে।
তার জন্য এস, আমরা প্রভুর নিকট প্রার্থনা করি....

সকলের উত্তর হবে ঃ **প্রভু, তোমার লোকদের আশীর্বাদ কর তুমি।**

হে পিতা, তোমাতেই আস্থা রাখি আমরা। আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে যত ভালবাসা তুমি প্রকাশ কর আমরা যেন তা একে-অপরের সঙ্গে সহভাগিতায় কুণ্ঠিত না হই। আমেন।

সম্পূরক কাজ

সাধু পলের নিম্নোক্ত পত্রগুলি প্রথমে পড়। পরে বাইবেল বন্ধ করে সঠিক শব্দ দ্বারা নীচের শূন্যস্থানগুলি পূরণ কর।

১ করিন্থীয় ৭:১০-১১
কলসীয় ৩:১-৮
রোমীয় ১৩:১১-১৪
এফেসীয় ৫:২২-২৩

তোমাদের নিম্নতর স্বভাবটার চিন্তায়, তার কামনা-বাসনা ------ করার চিন্তায় তোমরা এখন আর মন দিয়ো না।

তোমাদের মনটা সর্বদাই ভরে থাকুক ওই উর্ধ্বলোকের যা-কিছু , তারই চিন্তায় – যা-কিছু এই মর্ত্যলোকের, তার চিন্তায় নয়। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যা-কিছু নিতান্তই মর্ত্যলোকের, তা উচ্ছেদ কর; উচ্ছেদ করে ফেল ------, ------, দেহলালসা, অসৎ কামনা আর সেই ------, যা পৌত্তলিকতারই নামান্তর। আজ কিন্তু রোষ-আক্রোশ, ------, কটু কথা, অশ্লীল কথাবার্তা, এসব তোমরা ছাড়।

যারা ------, তাদের প্রতি আমার আদেশ – আমার নয়, প্রভুরই ! – কোন স্ত্রী যেন স্বামীকে ----- ---- না যায় ! আর যদিই বা সে স্বামীকে ছেড়ে চলে যায়, তাহলে, হয় সে যেন আর কাউকে বিয়ে না করেই থাকে, না হয় স্বামীর সঙ্গে তার বিরোধ মিটিয়েই নেয়। তেমনি স্বামী-ও যেন স্ত্রীকে ---- ----- না করে !

পত্নীরা, তোমরা যেমন প্রভুর অনুগত, তেমনি তোমাদের স্বামীরও অনুগত হয়ো। কারণ স্বামী স্ত্রীর মস্তকস্বরূপ, ------ নিজেই যেমন মণ্ডলীর মস্তকস্বরূপ – তিনিই তো তাঁর সেই দেহের পরিত্রাতা।

মূল্য যাচাই

১ করিন্থীয় ৬ অধ্যায়ে সাধু পল আলোচনা করেছেন আমাদের নশ্বর দেহ আর নির্মল যৌনতার গুরুত্ব নিয়ে। তিনি এ অধ্যায়ের সমাপ্তি টেনেছেন এমন কথা উল্লেখ করে, "প্রভু মূল্য দিয়ে তোমাদের যে কিনেই নিয়েছেন !...সুতরাং তোমরা তোমাদের দৈহিক

আচরণের মধ্য দিয়েই পরমেশ্বরের মহিমা প্রকাশ কর !" (১ করিন্থীয় ৬:২০)।

এই আদেশটির প্রতি তোমাদের সাড়াদানকে তোমরা কিভাবে মূল্যায়ন করবে ? তোমাদের মানবীয় দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি কত সুন্দরভাবে ঈশ্বরের আরাধনা ও সম্মান করে সেই তারই ভিত্তিতে এগুলির মূল্যমান বসাও।

উপাদান	মূল্য	শক্তি	দুর্বলতা
মন			
মুখ			
দেহ			
যৌনতা			
দৈহিক গড়ন			
ব্যক্তিত্ব			

তোমার জীবনের নিমিত্তে মূল্য পরিশোধের জন্য (দ্র: রোমীয় ৩:২৩; ৬:২৬) আর যে অনন্য শক্তি তিনি তোমায় দান করেছেন তার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে সময় নাও ।